গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টিএ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

নং-১৮.০১৪.০০.০০০০.০০৭.২০১৮-২৬০

তারিখঃ ১২ পৌষ ১৪২৭ / ২৭ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়ঃ শিমুলিয়া ফেরীঘাট এলাকা ভাঙ্গন হতে রক্ষা ও পরবর্তীতে ঘাট স্থানান্তর/নির্মাণ ব্যয়ের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ০৮-১২-২০২০ তারিখ শিমুলিয়া ফেরীঘাট এলাকা ভাঙ্গন হতে রক্ষা ও পরবর্তীতে ঘাট স্থানান্তর/নির্মাণ ব্যয়ের বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২। উক্ত সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২৭/১২/২০২০
(মোহাঃ আমিনুর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৬০৭২
E-mail: amin.rafid@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিবের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (টিএ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টিএ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

শিমুলিয়া ফেরীঘাট এলাকা ভাঙ্গন হতে রক্ষা ও পরবর্তীতে ঘাট স্থানান্তর/নির্মাণ ব্যয়ের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এমপি
প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ : ০৮-১২-২০২০ খ্রিঃ
সময় : ১১:০০ ঘটিকা।
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সভার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন শিমুলিয়া ফেরীঘাট এলাকাকে ভাঙ্গন হতে রক্ষা করে টেকসইভাবে তীররক্ষা ও ঘাট স্থানান্তর এর সম্ভাব্য ব্যয় পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভাটি আয়োজন করা হয়েছে। তিনি চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ-কে বিষয়টি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ কমডোর গোলাম সাদেক সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গনের ফলে শিমুলিয়া এলাকায় ২টি ফেরীঘাট ও অন্যান্য স্থাপনাসহ মোট ৩ একর ভূমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় এবং অন্যান্য ঘাটসমূহ হুমকীর সম্মুখীন হয়। তাঁর পক্ষে বিআইডব্লিউটিএ'র প্রধান প্রকৌশলী (পুর) জনাব মো: মহিদুল ইসলাম একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে শিমুলিয়া ফেরীঘাট এলাকায় সাম্প্রতিক ভাঙ্গনে ক্ষয়ক্ষতি ও পরবর্তীতে ঘাট সমন্বয়/নির্মাণ ব্যয়ের বিষয়ে সার্বিক চিত্র সভায় তুলে ধরেন।

২.১। উপস্থাপনায় উল্লেখ করা হয়, শিমুলিয়া ফেরীঘাট এলাকায় অধিগ্রহণকৃত মোট ভূমি ২৯.৩ একর। এখানে রয়েছে রো-রো ফেরীঘাট ১টি, কনভেনশনাল ফেরীঘাট ৩টি, লঞ্চ ঘাট ৪টি, স্পীড বোট ঘাট ২টি, শিমুলিয়া নদী বন্দর অফিস ১টি, ইন্সপেকশন বাংলো ১টি, ডরমেটরী ১টি, দোকান ৩৭টি, ওয়াকওয়ে সেড ৮০০ মিটার, টয়লেট কমপ্লেক্স ২টি, পার্কিং ইয়ার্ড ৫,১৩,২০০ বর্গফুট, যাত্রী বিশ্রামাগার ১টি, পুলিশ ব্যারাক ২টি, প্যাসেঞ্জার লবি ১টি, পাম্প হাউজ ১টি, টোল কাউন্টার ১টি। অধিগ্রহণকৃত জায়গায় ড্রেজার বেইজ নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে যেখানে থাকবে ৬তলা ভিত্তিসহ ৪তলা অফিস ভবন, ৬তলা ভিত্তিসহ ৪তলা স্টাফ ডরমেটরী, ১তলা মসজিদ, ওয়ার্কসপ, ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন, সারফেস ড্রেন আরসিসি রাস্তা, ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইনসহ সীমানা প্রাচীর। সম্প্রতি নদী ভাঙ্গনের কারণে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা বলেও উপস্থাপনায় উল্লেখ করা হয়।

২.২। উপস্থাপনায় আরও বলা হয়, চলতি বর্ষা মৌসুমে নদীর পানির উচ্চতা বিগত বৎসরগুলোর তুলনায় অত্যধিক হওয়ায় পদ্মা নদীর পানির প্রবল স্রোতের কারণে শিমুলিয়া ফেরীঘাট এলাকাটি অত্যন্ত ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ বর্ষা মৌসুমে পদ্মা নদীর শিমুলিয়া প্রান্তে অস্বাভাবিক পানির ঘূর্ণনে এবং তীব্র স্রোতের কারণে গত ২৮/০৭/২০২০ তারিখে ৩নং ফেরীঘাট সংলগ্ন এলাকা এবং ০৬/০৮/২০২০ তারিখ ভিআইপি ঘাট সংলগ্ন এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ৩নং ভিআইপি ফেরীঘাট বিলীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ঘাট সংলগ্ন এ্যাপ্রোচ রোড, পার্কিং ইয়ার্ড, যাত্রী ছাউনী, ঘাট সংলগ্ন ব্যাংক প্রটেকশন, টয়লেট কমপ্লেক্স, দোকানঘর, ফেন্সিংসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনা বিলীন হয়ে যায়। এছাড়া গত ৩১/০৭/২০২০ তারিখে শিমুলিয়া ফেরীঘাট সংলগ্ন এলাকা ও ঘাট সংলগ্ন পদ্মা ব্রীজের কন্সট্রাকশন ইয়ার্ড এলাকায় ব্যাপক ভাঙ্গন হয়। এসব ভাঙ্গন রোধে তাৎক্ষনিকভাবে বিআইডব্লিউটিএ'র রাজস্ব বরাদ্দ হতে জিও ব্যাগ ডাম্পিং এর ব্যবস্থা করা হয়।

D/Minuets

২.৩। আরো উল্লেখ করা হয় যে, বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক পরিচালিত শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী ফেরী রুট রাজধানী ঢাকাসহ সমগ্র দেশের সাথে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। শিমুলিয়া ফেরীঘাট দিয়ে প্রতিদিন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের হাজার হাজার যাত্রীবাহী ও মালবাহী যানবাহন পারাপার হয়ে থাকে। নির্বিঘ্নে ফেরী চলাচল ও যানবাহন পারাপারের সুবিধা নিশ্চিতকরণে শিমুলিয়ায় ৪টি ফেরীঘাটই সার্বক্ষণিক সচল রাখা প্রয়োজন। এ রুটের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক ফেরীঘাট নির্মাণ ও লঞ্চঘাট এলাকার ঘাট প্রটেকশন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

২.৪। প্রধান প্রকৌশলী (পুর), বিআইডব্লিউটিএ জনাব মো: মহিদুল ইসলাম বলেন ইতোমধ্যে শিমুলিয়া ফেরীঘাটের অধিগ্রহণকৃত ২৯.৩১ একর জমির মধ্যে প্রায় ৩ একর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে। এ এলাকায় শিমুলিয়া ফেরীঘাটসহ বিভিন্ন স্থাপনাদি আছে। তাছাড়া, এখানে ১টি ড্রেজারবেইজসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণাধীন আছে। উক্ত স্থানে ড্রেজারবেইজ ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। অন্যান্য সরকারি দপ্তর পিজিসিবি-এর বিদ্যুৎ টাওয়ার, আবহাওয়া অধিদপ্তরের অফিস/সংকেত প্রদানের স্থাপনা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এসকল সরকারি সম্পদ রক্ষার্থে ফেরীঘাট এলাকার ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা অত্যন্ত জরুরী। অন্যথায় ফেরীঘাটসহ এসকল স্থাপনা ও জমি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও উল্লিখিত নির্মাণাধীন স্থাপনাসমূহ রক্ষার জন্য শিমুলিয়া ফেরীঘাট এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে ব্যাংক প্রটেকশন করে নদী ভাঙ্গন রোধ করার আবশ্যকতা রয়েছে। ফেরীঘাটসহ অন্যান্য স্থাপনা রক্ষার্থে জরুরীভাবে তীররক্ষার কাজও হাতে নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় আগামী বছর এ ঘাট নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই শিমুলিয়া ফেরীঘাট ও লঞ্চঘাট এলাকায় জিও ব্যাগ ডাম্পিং, ঘাট প্রটেকশন ও রক্ষনাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন করা একান্ত আবশ্যক বিধায় এ কাজের জন্য ১৯.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা প্রয়োজন বলে তিনি সভাকে জানান।

২.৫। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার শিমুলিয়ায় ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার হাইড্রোমরফোলজিক্যাল স্টাডি করে ড্রেজিং, ব্যাংক প্রটেকশন, পদ্মা সেতুসহ সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে ডিজাইন করার জন্য সভায় প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, ফেরীঘাটের সম্মুখে ড্রেজার ও অন্যান্য জলযান রাখার সুবিধার্থে ড্রেজিং এর মাধ্যমে একটি হাব তৈরী করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী উল্লেখ করেন যে, উক্ত এলাকায় স্থায়ীভাবে রক্ষা করার জন্য প্রায় ২৬০০ মিটার স্থানে ব্যাংক প্রটেকশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উক্ত ফেরীঘাট এলাকা রক্ষা ও শিমুলিয়া ফেরীঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকার ঘাট নির্মাণ/সংস্কারে নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের জন্য ডিজাইন প্রণয়ন ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি কাজ করছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। তবে প্রকল্পের মাধ্যমে স্থায়ী তীররক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার্থে প্রাথমিকভাবে তীর রক্ষার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

২.৬। বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন যে, ডিপিপি প্রণয়ন করে কাজটি সম্পাদন করা সময় সাপেক্ষ এবং চলতি শুষ্ক মৌসুমে উক্ত কাজ না করা হলে আগামী বর্ষা মৌসুমে ফেরীঘাট ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকবে। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন যে, সাময়িকভাবে ব্যাংক প্রটেকশন করলে পরবর্তীতে আবার ক্ষতির আশংকা থেকে যায়। কিন্তু স্থায়ীভাবে ব্যাংক প্রটেকশন করতে হলে ডিপিপি প্রণয়ন করে তা করা সময় সাপেক্ষ। তাই সাময়িকভাবে বিআইডব্লিউটিএ'র চাহিদা অনুযায়ী ঘাট এলাকা প্রটেকশনের জন্য ব্যাংক প্রটেকশন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।

২.৭। বিআইডব্লিউটিএ'র প্রধান প্রকৌশলী (পুর) উল্লেখ করেন যে, বিআইডব্লিউটিএ'র ২০২০-২১ অর্থ বছরের বরাদ্দ হতে ২.৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে সাময়িকভাবে জিও ব্যাগ দিয়ে প্রটেকশনের কাজ করা হয়েছে। চলতি শুষ্ক মৌসুমে প্রটেকশনের জন্য বিআইডব্লিউটিএ'র প্রাপ্ত বরাদ্দ দিয়ে কাজ করা সম্ভব হবে না।

২.৮। অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির নিকট জানতে চাইলে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি জনাব তাহমিদ হাসনাত খান, যুগ্ম সচিব বলেন যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে অর্থ প্রাপ্তির সংকট রয়েছে। তবে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে উপযোজনের মাধ্যমে অথবা সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ নিয়ে ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে।

৩.০। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৩.১ চলতি শুষ্ক মৌসুমে শিমুলিয়া ফেরীঘাট এলাকায় নদীর তীর রক্ষা মূলক কাজ করার জন্য বিআইডব্লিউটিএ ১৯.১০ কোটি টাকার মধ্যে বাজেট সীমাবদ্ধ রেখে জরুরী ভিত্তিতে কাজটি সম্পাদনের ব্যবস্থা নিবে।

৩.২ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান বরাদ্দ হতে উপযোজন অথবা ২০২০-২১ সালের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ নিয়ে ব্যয় নির্বাহের বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

৩.৩ শিমুলিয়া ফেরীঘাটসহ ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা রক্ষার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় স্থায়ীভাবে তীররক্ষার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

D/Minuets